গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩, উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd

নং ৫৮.০৪.০০০০.০২১.০৩.০২০.১৯-১৯০

তারিখঃ ১৮ ফাল্গুন' ১৪২৭ / ০৩ মার্চ'২০২১

বিষয় : 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও এর অধীন কারা বিভাগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে সাধিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের সূচক ও পরিসংখ্যান উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, প্রশাসন -১ শাখা এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১২.০৯.০০৭.২০১৯-২৪৫ তাং- ১৬/২/২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে কারা বিভাগের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে সাধিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের সূচক ও পরিসংখ্যান উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন (২০০৯-২০২০ পর্যন্ত) সরকারের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সবিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ১। প্রতিবেদন-০৯ (নয়) পাতা।
২। বিভিন্ন কারাগারের আলোকচিত্র (ক্যাপশনসহ) পেনড্রাইভ -০১(এক)টি।
৩। সরকারের তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এর আলোকচিত্র সিডি-০১ (এক)টি।

০৩.০৩.২১
মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা
ig @prison.gov.bd

সিনিয়র সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
আইসিটি সেল
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
স্মারকটি কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২০০৯ হতে ২০২০ সময়কালের সরকারের সাফল্য সম্পর্কিত প্রতিবেদনঃ

১। ভূমিকা/ইতিহাসঃ

আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৮৩৬ সালে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সদরে কারাগার নির্মাণ ও চালু করা হয়। কারাগার ও বন্দি ব্যবস্থাপনার জন্য ১৮৬৪ সালে তৈরি হয় জেল কোড। কালে কালে কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে এ কোড এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের দ্বারাই মূলতঃ কারাগার পরিচালিত হয়ে আসছে। বিগত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩ টি জেলা কারাগার এবং ৪২ টি উপ কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে উপ কারাগারগুলোকে জেলা কারাগার ঘোষণা করা হয় এবং নতুন জায়গায় স্থানান্তরের কার্যক্রম শুরু হয় যা এখনও চলছে। তাছাড়া দেশের একমাত্র হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারসহ তিনটি নতুন কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ, কয়েকটি জেলা কারাগারকে কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নীত করা হয় এবং ৪ টি নতুন বিভাগীয় দপ্তর করা হয়েছে। আদিকালে মূলতঃ শাস্তি কার্যকর করার জন্য কারাগার তৈরি হলেও ক্রিমিনাল জাস্টিজ সিস্টেমের উন্নয়নের ফলে সভ্য দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের কারাগারও বন্দি সংশোধন ও পুর্নবাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। অত্র অধিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে দেশে ৫৫টি জেলা কারাগার ও ১৩ টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৮ টি বিভাগীয় দপ্তর দ্বারা কারা প্রশাসনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কারা আইন ও কারা বিধির কঠোর নিয়ম দ্বারা কারাগার সমূহ পরিচালিত হচ্ছে এবং বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা হচ্ছে।

২। কার্যক্রমঃ

(ক) বাংলাদেশ কারা বিভাগের বর্তমান Vison হচ্ছে- 'রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ'।

(খ)বাংলাদেশ কারা বিভাগের বর্তমান Misson হচ্ছে- বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা, কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দিদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব ও আইনজীবির সাথে সাক্ষাত নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসাবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করাই কারা ব্যবস্থার মূল কাজ।

৩। (ক) জানুয়ারি ২০০৯ হতে ২০২০ পর্যন্ত কারা অধিদপ্তরে নিম্নোক্ত জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছেঃ

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সাল	১ম শ্রেণী		২য় শ্রেণী		৩য় শ্রেণী		৪র্থ শ্রেণী		মোট		সর্বমোট
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
কারা অধিদপ্তর	২০০৯	-	-	২৮	০২	৩০০	১৯	-	-	৩২৮	২১	৩৪৯
	২০১০	০৩	০৩	-	-	৪০০	২৬	-	-	৪০৩	২৯	৪৩২
	২০১১	০৪	০২	১০	০২	২১৩	২৫	০২	-	২২৯	২৯	২৫৮
	২০১২	০৪	০১	০৬	০১	২৫৯	১৯	০৩	-	২৭২	২১	২৯৩
	২০১৩	-	-	২৬	০২	২১১	২৩	-	-	২৩৭	২৫	২৬২
	২০১৪	-	-	-	-	২৫৫	১৬	০১	-	২৫৬	১৬	২৭২
	২০১৫	-	-	-	-	২৫০	৩৭	-	-	২৫০	৩৭	২৮৭
	২০১৬	-	-	-	-	৩৫৬	২২	০১	-	৩৫৭	২২	৩৭৯
	২০১৭	-	-	-	-	১৭৬০	৩১৫	-	-	১৭৬০	৩১৫	২০৭৫
	২০১৮	-	-	১৯	২১	৯১২	৫০	-	-	৯৩১	৭১	১০০২
	২০১৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	২০২০	-	-	১৬	-	১৭৪	৩৬	১২	-	২০২	৩৬	২৩৮
									মোট=	৫২২৫	৬২২	৫৮৪৭

(খ) "রাজস্ব খাতে" নতুন পদ সৃজনের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	সাল	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	সর্বমোট পদ	মন্তব্য
১.	২০০৯	-	-	-	-	-	--
২.	২০১০	০৪	০৫	১২৬	০৯	১৪৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুকূলে সৃজিত পদ
৩.	২০১১	০২	০১	২৫৯	১১	২৭৩	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুকূলে সৃজিত পদ
৪.	২০১২	৩৩	০১	৯৩	২৩	১৫০	কাশিমপুর ২০০ শয্যা বিশিষ্ট কারা হাসপাতালের অনুকূলে সৃজিত পদ
৫.	২০১৩	০৩	--	১২৩	০৮	১৩৪	রংপুর, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় কারা উপ মহাপরিদর্শকের দপ্তর এবং কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার (২য় পর্যায়ে) এর অনুকূলে সৃজিত পদ
৬.	২০১৪	--	--	--	--	--	--
৭.	২০১৫	--	--	--	--	--	--
৮.	২০১৬	--	--	--	--	--	--
৯.	২০১৭	০৭	১১৩	২৭৮১	২০৬	৩১০৭	৬৬ কারাগারের অনুকূলে সৃজিত পদ
১০.	২০১৮	--	--	--	--	--	--
১১.	২০১৯	০১	--	০২	০২	০৫	ময়মনসিংহ বিভাগীয় কারা উপ মহাপরিদর্শকের দপ্তরের অনুকূলে সৃজিত পদ।
সর্বমোট=		৫০	১২০	৩৩৮৪	২৫৯	৩৮১৩	

(গ) আপগ্রেডেশনঃ

- ২০১৩ সালে কারা অধিদপ্তরের ৪ প্রকার পদ (কারা তত্ত্বাবধায়ক, উপ তত্ত্বাবধায়ক, জেলার ও ডেপুটি জেলার) এর মর্যাদা ও বেতন স্কেল আপগ্রেড করা হয়েছে।
- ২০১৭ সালে কারা মহাপরিদর্শক পদের বেতন গ্রেড ৩ থেকে ২ এ উন্নীত করা হয়েছে।

(ঘ) ১ম শ্রেণি কারা কর্মকর্তার পদোন্নতি:

ক্রঃনং	সাল	পদের নাম	১ম শ্রেণি পদে পদোন্নতির সংখ্যা		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১.	২০০৯	সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক	০৬	-	১৫
		উপ-তত্ত্বাবধায়ক	০৩	-	
		জেলার	০৬	-	
২.	২০১০	সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক	০১	-	০৬
		জেলার	০৫	-	
৩.	২০১১	সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক	০১	-	১২
		কারা তত্ত্বাবধায়ক	০৫	-	
		উপ-তত্ত্বাবধায়ক	০৩	-	
		জেলার	০৩	-	
৪.	২০১২	কারা তত্ত্বাবধায়ক	০৯	-	৪২
		উপ-তত্ত্বাবধায়ক	১১	-	
		জেলার	২২	-	
৫.	২০১৩	সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক	০২	-	১৭
		কারা তত্ত্বাবধায়ক	০৩	-	
		উপ তত্ত্বাবধায়ক	০৪	-	
		জেলার	০৮	-	
৬.	২০১৪	কারা উপ-মহাপরিদর্শক	০৫	-	০৬
		জেলার	০১	-	

৭.	২০১৫	-	-	-	-
৮.	২০১৬	-	-	-	-
৯.	২০১৭	কারা তত্ত্বাবধায়ক	১৩	-	১৫
		উপ তত্ত্বাবধায়ক	০১	-	
		জেলার	০১	-	
১০.	২০১৮	কারা উপ-মহাপরিদর্শক	০১	-	২০
		কারা তত্ত্বাবধায়ক	০৯	-	
		উপ তত্ত্বাবধায়ক	০৪	০১	
		জেলার	০৫	-	
১১.	২০১৯	কারা উপ-মহাপরিদর্শক	০১	-	০৬
১২.	২০২০	জেলার	০৩	০২	
		সর্বমোট=	১৩৬ জন	০৩ জন	১৩৯ জন

(ঙ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদোন্নতিঃ

ক্র:নং	সাল	৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		সর্বমোট
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
১.	২০০৯	০৫	-	০২	-	০৭
২.	২০১০	০৭	০২	-	-	০৯
৩.	২০১১	-	-	-	-	-
৪.	২০১২	১১	-	০১	-	১২
৫.	২০১৩	০৩	০৩	-	-	০৬
৬.	২০১৪	-	-	-	-	-
৭.	২০১৫	১০	০৪	-	-	১৪
৮.	২০১৬	-	-	-	-	-
৯.	২০১৭	১৩৬৬	২৫	-	-	১৩৯১
১০.	২০১৮	৩১৫	০৫	-	-	৩২০
১১.	২০১৯	৬৪	-	-	-	৬৪
১২.	২০২০	৩১৪	০৪	-	-	৩১৮

৪। আর্থিক সংশ্লেষঃ

ক) বাজেটঃ অনুন্নয়ন (২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছর)

নং	অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ	ব্যয়	সমর্পণ	মন্তব্য
১	২০০৯-২০১০	৩০৪,১৬,৫৩,০০০/-	২৮১,৯০,৬৪,০০০/-	২২,২৫,৮৯,০০০/-	
২	২০১০-২০১১	৩১৮,৯৩,৪০,০০০/-	৩০০,৯৬,৭১,০০০/-	১৭,৯৬,৬৯,০০০/-	
৩	২০১১-২০১২	৩৪৪,২৮,৬৬,০০০/-	৩৩৩,৩৮,৮০,০০০/-	১০,৮৯,৮৬,০০০/-	
৪	২০১২-২০১৩	৩৫৯,৯২,৫৭,০০০/-	৩৪৯,৭২,৫২,৭৭৫/-	১০,২০,০৪,২২৫/-	
৫	২০১৩-২০১৪	৪১৩,৩৯,২৬,০০০/-	৩৯২,৪৫,৩২,৮৩১/-	২০,৯৩,৯৩,১৬৯/-	
৬	২০১৪-২০১৫	৪৬৫,৬২,৬৫,০০০/-	৪২০,৪১,১৫,৯১১/-	৪৫,২১,৪৯,০৮৯/-	
৭	২০১৫-২০১৬	৫৪৭,৭২,৩০,০০০/-	৪৯৭,৭৩,২১,৫৬৩/-	৪৯,৯৩,০৮,৪৩৭/-	
৮	২০১৬-২০১৭	৬৮৯,৬৫,২৭,০০০/-	৬৪৩,৩৭,২২,৯৮৬/-	৪৬,২৮,০৪,০১৪/-	
৯	২০১৭-২০১৮	৮২৮,০১,৩৯,০০০/-	৬৯৮,৯৫,৫১,৫৬৪/-	১২৯,০৫,৮৭,৪৩৬/-	
১০	২০১৮-২০১৯	৮৬৭,৭৮,২১,০০০/-	৮০৫,৬৬,৩৯,৯০৯/-	৬২,১১,৮১,০৯১/-	
১১	২০১৯-২০২০	৮৫৭,৪৫,৩০,০০০/-	৭৭৪,২৫,৩৬,০০০/-	৮৩,১৯,৯৩,০০০/-	
১২	২০২০-২০২১	৯৩৮,৫১,২০,০০০/-	৪২৪,৫৫,৫৭,০০০/- (ছাড়/বিতরণ)		৫১৩,৯৫,৬৩,০০০/- (অবশিষ্ট)

খ) কারাগারে উৎপাদিত মালামালের লভ্যাংশের ৫০% বন্দিদের মাঝে প্রদানঃ

কারাগারে আটক কয়েদি বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদেরকে পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম এপ্রিল/২০১৮ মাস হতে ডিসেম্বর /২০২০ মাস পর্যন্ত মোট ২৭,৬০৬ জন কয়েদি বন্দিদেরকে ৭৭,৩৫,১৭৬/- (সাতাত্তর লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার একশত ছিয়াত্তর মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে । অন্যান্য কারাগারে উৎপাদন সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। কারাভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় চারনেতা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অন্যতম সহযোগী জাতীয় চারনেতা রাজনৈতিক জীবনে অনেকবার কারা বন্দি হয়ে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। এছাড়া জাতীয় চারনেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকা অবস্থায়ই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ বিষয়গুলো আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ইতিহাস। উক্ত ইতিহাসকে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারা স্মৃতি যাদুঘর' এবং 'জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৬। বিডিআর বিচারের জন্য অস্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ:

২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানা বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সদাসয় সরকারের নির্দেশক্রমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্যারেড মাঠে প্রায় ১৩৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট অস্থায়ী আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ কারা অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাত্র ৩২ দিনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বিচার কার্য ত্বরান্বিত হয়েছে।

৭। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ:

কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে সরকারের অনুমোদনক্রমে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।

৮। কারাগার নির্মাণ/সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ:

দেশের অধিকাংশ কারাগারই বৃটিশ শাসনামলে নির্মিত অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ছিল। এ সকল কারাগার শহর থেকে প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার দুরে স্থানান্তর করে নতুনভাবে বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত মোট ১৮ টি কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

- **নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে (১৬টি)**

ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, মেহেরপুর, নাটোর, নীলফামারী, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার এবং হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার।

- **সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে (২টি)**

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার ও দিনাজপুর জেলা কারাগার

- মহিলা কারারক্ষীদের আবাসনের জন্য ৪০টি কারাগারে ৩৯৯টি ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে।

- কেরানীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের নির্মাণ এবং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই বন্দি স্থানান্তরের মাধ্যমে কারাগারটি চালু করা হবে।
- ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা, নরসিংদী কারাগার নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, জামালপুর কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলছে।
- রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য 'কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন' প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হচ্ছে।
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা মোতাবেক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।
- ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং যশোর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, ভোলা, কুষ্টিয়া, বগুড়া, শরীয়তপুর, খাগড়াছড়ি ও রাংগামাটি জেলা কারাগার সম্প্রসারণ/পুনঃ নির্মাণের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শকের দপ্তর এবং উক্ত দপ্তরের কর্মচারীদের আবাসনের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- বন্দি ও কর্মচারীদের চিকিৎসা প্রদানের সুবিধার্থে কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- বন্দিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- কারা বন্দিদের মোবাইল ফোনে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলার সুবিধার্থে 'দেশের সকল কারাগারে প্রিজন লিংক স্থাপন' শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৯। **কর্মকর্তাদের জন্য অফিসার মেস নির্মাণ:**

পূর্বে কারা বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসার মেস বা ডরমিটরি ছিল না। বর্তমান সরকারের গত মেয়াদে জেডিসিএফ এর অর্থায়নে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় কর্মকর্তাদের জন্য অফিসার মেস নির্মাণ করা হয়েছে।

১০। **সেন্ট্রাল ডিপো নির্মাণ:**

কারা বন্দি ও কর্মচারীদের ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস ও ঔষধপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল ডিপো নির্মাণ করা হয়েছে।

১১। **হাসপাতাল নির্মাণ:**

কারা বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কাশিমপুর কারাগার কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য কাশিমপুর কারা এলাকায় একটি মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

১২। **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসন নির্মাণ:**

কারাগারে কর্মরত মহিলা কর্মচারীদের জন্য কাশিমপুরে আলাদা ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য

কারাগারেও মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যারাক/আবাসন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উন্নতমানের আবাসিক ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৩। **কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ:**

পূর্বে কারাগারে কোন যানবাহন ছিল না। জেডিসিএফ এর অর্থায়নে কারাগারে ১৫টি অ্যাম্বুলেন্সসহ বিভিন্ন প্রকার ১৮১টি যানবাহন এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪। **বন্দি পুনর্বাসনে কারাগারে গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা:**

ইতোপূর্বে কারাগারে কোন গার্মেন্টস শিল্প ছিল না। বর্তমানের বাংলাদেশ সরকার কারাগারে গার্মেন্টস ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বন্দিরা বিভিন্ন প্রকার গার্মেন্টস এর কাজ যেমন (শার্ট, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী, প্যান্ট, ফতুয়া, শাড়ি)ইত্যাদি পোশাক তৈরীতে দক্ষতা অর্জন করতেছে। যা সরকারের একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। এটি বন্দিদের আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভবনাময় একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কারাগারে গার্মেন্টস শিল্পের কাজ শিখা ও করার মাধ্যমে বন্দিরা নিজেদের সংশোধন করে আলোর পথে ফিরে আসার সুযোগ পাচ্ছে।

১৫। **বন্দিদের সকালের নাস্তায় সবজি রুটি, খিচুড়ি, হালুয়া রুটি প্রদান:**

ইতোপূর্বে বন্দিদের সকালের নাস্তায় শুধুমাত্র ০১ টি রুটি ও সামান্য গুড় দেয়া হতো। এতে বন্দিদের সকালের নাস্তায় পরিতৃপ্ত হতো না। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মহতী উদ্যোগে কারাগারে সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করে সকালের নাস্তায় সবজি রুটি, খিচুড়ি, হালুয়া রুটি প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্দিদের সকালের নাস্তা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করতে পারছে যা সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক সংখ্যা ৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০২. ০২০.১৮.৪১৬ তারিখ ৩০/০৫/২০১৯ এর মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

১৬। **বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন:**

বাংলাদেশ সরকারের একটি অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ হল কারাগারে ফোন বুথ 'স্বজন' স্থাপন। যেটি কারাগারে কখনই ছিলনা, বন্দিরা তার পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলবে, যা ছিল বন্দির জন্য একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। বর্তমানে কারাগারে বন্দিরা সপ্তাহে ০১ দিন তার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে ফোনে কথা বলতে পারছে। এতে করে ঐ বন্দি তার আইনি সহায়তাসহ পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে চার দেয়ালের বন্দী জীবনে একটু হলেও প্রশান্তি অনুভব করেন।

১৭। বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ০৩টি কম্বলের মধ্যে ০১টি কম্বলের পরিবর্তে ০১টি শিমুল তুলার বালিশ সরবরাহ চালু করা হয়েছে।

১৮। নবসৃষ্ট রংপুর ও বরিশাল বিভাগীয় কারা উপ মহাপরিদর্শকদ্বয়ের ব্যবহারের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে ০২টি জিপ গাড়ি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক সংখ্যা ৫৮.০০.০০০০.০২১.২০. ০০৪.১৭.১০৪ তারিখ ২৬-০৬-২০১৯ এর মাধ্যমে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ক্রয় করা হয়েছে।

১৯। কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামীদের আনা-নেওয়ার জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ভিআইপি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট (সাধারন) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয়।

২০। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রণীত নীতিমালার আলোকে ই-জিপি'র মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২১। বন্দিদের উন্নয়নঃ

ক্রঃনং	বিষয়	মন্তব্য
১	২	৩
ক।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮. ০০. ০০০০. ০৮৫.২৩.২৪৬. ০৮.৬৫৭, তারিখঃ ১১-১০-২০১৮ এর মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ-তথা ১লা বৈশাখে বন্দিদের উন্নত মানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথা পিছু ৩০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।	পূর্বে বরাদ্দ ছিল না
খ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০২.১৮.৮৫৭, তারিখঃ ১১-১২-২০১৮ এর মাধ্যমে কারাগারে আটক বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে (In transit) বন্দিদের খোরাকী ভাতা প্রতিদিন ১৬/- টাকা হতে ন্যূনতম ১০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।	-
গ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৮৪. ৯৯.০১৬. ২০১৮.৮০ তারিখঃ ২৪-১-২০১৯ এর মাধ্যমে কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা হতে নুন্যতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।	-
ঘ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৮৫. ০২.০২০. ১৮. ৪০৩, তারিখঃ ০৫-০৫-২০১৯ এর মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাসে কারাগারে আটক বন্দিদের ইফতারী বাবদ জনপ্রতি ব্যয় ১৫/- (পনের) হতে ৩০/- (ত্রিশ) টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।	-
ঙ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৮৪.৯৯.২৬.২০১৮. ৪৩৭, তারিখঃ ১৭-০৬-২০১৯ এর মাধ্যমে কয়েদি মেথরদের (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) মাসিক মুজরীর পরিমান ২০/-(বিশ) টাকার স্থলে ৫০০/-পাঁচশত) টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।	-
চ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২৩ ২৪৬. ০৮. ৫৭৯, তারিখঃ ১৪-০৭-২০১৯এর মাধ্যমে বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে বন্দিদের উন্নতমানের খাবার সরবরাহের নিমিত্তে ৩০/-(ত্রিশ) টাকার পরিবর্তে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।	-
ছ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৮৫. ০২.০২০.০৮. ৮৪৫, তারিখঃ ১০-১২-২০১৯ এর মাধ্যমে আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনো খাবার সরবরাহের জন্য মাথাপিছু ২৬/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	পূর্বে বরাদ্ধ ছিল না।
জ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২২.২৭৫.১৪-১৭৫, তারিখঃ ২৯-০৪-২০২০ এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ উপলক্ষ্যে ২৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে।	-
ঝ।	২০০৯ হতে অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন ধারায় ৭,২৫৫ (সাত হাজার দুইশত পঞ্চান্ন) জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে।	-

২২। অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন (২০০৯-২০২০):

ক্র.নং	বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪
০১.	জানুয়ারি/২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত	১৭৪০ টি, যার বিপরীতে জড়িত অর্থ ১৯,৬২৮/৮২ (লক্ষ টাকায়)	১,৫১৩টি, যার বিপরীতে জড়িত অর্থ ১৩,২৬২/৪০(লক্ষ টাকায়)

২৩। বাংলাদেশ জেল এ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন(২০০৯-২০২০)ঃ

- কারারক্ষি ও মহিলা কারারক্ষি নিয়োগ এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন।
- অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভার আয়োজন।
- অনলাইনে বন্দি সাক্ষাতের জন্য আবেদনের সুযোগ।

- অনলাইনে নগদ বা বিকাশের মাধ্যমে বন্দির একাউন্টে টাকা দেওয়ার সুযোগ।
- ওয়েব বেজড প্রিজন ভ্যান এর মাধ্যমে বন্দি স্থানান্তর এর ব্যবস্থা।
- LED ডিসপ্লের মাধ্যমে বন্দির জামিন তালিকা প্রদর্শন।
- উন্নত মানের বডি স্ক্যানার সংযোজন।
- উন্নত মানের লাগেজ স্ক্যানার সংযোজন।
- হিডেন সীল এর ব্যবহার।
- ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের শুভ উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন।
- কারাগারে বন্দিদের জন্য টেলিফোন বুথ স্থাপন।
- বন্দির তথ্য উপাত্ত/ডাটাবেজ অনলাইনে সংরক্ষণ।
- কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইট পরিচালনার মাধ্যমে দপ্তর/কারাগারে সেবার মান সহজিকরণ।
- e-tender এর মাধ্যমে দরপত্রের প্রক্রিয়া সহজিকরণ।
- বিজ্ঞ আদালতের সাথে বন্দির ভিডিও কনফারেন্স।
- কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে সিসিটিভি ব্যবস্থার সংযোজন।
- অনলাইনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক নোট নিষ্পন্ন করা ও পত্রের আদান প্রদান করা।
- APAMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রম ও প্রতিবেদন দাখিল।
- SDG Tracker সফটওয়্যারের মাধ্যমে কারাগারের বন্দি পরিসংখ্যানের প্রতিবেদন দাখিল।
- GRS সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পাদন করা।
- ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে বিভিন্ন মেলায় অংশ গ্রহণ ও সেবা প্রদান।
- নিজস্ব Domin এর ই-মেইল দ্বারা পত্র ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আদান প্রদান করা।
- Video/Zoom Conference এর মাধ্যমে সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে কারা মহাপরিদর্শক এর দরবার/মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- দেশের সকল কারাগারে থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

২৪। <u>২০০৯ হতে ২০২০ পর্যন্ত সময়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ক্রীড়াদলের অর্জিত সাফল্যঃ</u>

নং	উল্লেখ যোগ্য সাফল্যের শিরোনাম	সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ।	২০০৯ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে ১০,০৪৪ জন এবং বিদেশে ২৬২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
২.	কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রতিবেদন।	(ক) কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় ১৯৮ জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং৮ জন কারা কর্মকর্তাকে বিদেশে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। (খ) বর্তমানে কারারক্ষীওমহিলা কারারক্ষী মোট=৮২৩২ জন কর্মরত রয়েছন। তন্মধ্যে ৩৮৫৩ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

		করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ৪৩৭৯ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নং	উল্লেখ যোগ্য সাফল্যের শিরোনাম	সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	বাংলাদেশ জেল ক্রীড়া দলের সাফল্য অর্জন	২০০৯ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ২৯ টি স্বর্ণ পদক, ৪৫ টি রৌপ্য পদক ও ৪২ টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে।

মোঃ মোমিনুর রহমান মমিন
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা
ig @prison.gov.bd